EWC III

আগাম সতর্কীকরণ বিষয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশন

ধ্যাণধারণা থেকে কাজে প্রয়োগ পর্যন্ত

27-29 মার্চ 2006
বন, জার্মানি

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ ঃ একটি যাচাই তালিকা

International Strategy for Disaster Reduction
Federal Foreign Office

ভূমিকা

আগাম সতর্কীকরণ আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করার এক প্রধান উপাদান। এর ফলে সৃষ্ট প্রাণহানি প্রতিরোধ করা যায় ও আকস্মিক দুর্ঘটনার আর্থিক ও সম্পত্তির ক্ষতিকর প্রভাব কম করা যায়। আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার জন্য, এই ব্যবস্থার বিপদসঙ্কুল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা প্রয়োজন, ঝুঁকি সম্বন্ধে জনসচেতনতা ও শিক্ষার প্রসার করা, কার্যকরভাবে সতর্কীকরণ ও বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, এবং অবিরাম প্রস্তুতির বন্দোবস্ত সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জানুয়ারি 2005-এ, আকস্মিক দুর্ঘটনা হ্রাস করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক অধিবেশন "হিয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকসন 2005-2015 ঃ বিল্ডিং রেসিলিয়েন্স অফ নেশন্স অ্যান্ড কম্যুনিটিস টু ডিসাস্টার," (হিয়োগো কর্মকান্ডের পরিকাঠামো 2005-2015 ঃ আকস্মিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে দেশ ও সম্প্রদায়ের সহনশীলতা গড়ে তোলা)। এতে স্পষ্টভাবে আগাম সতর্কীকরণের তাৎপর্যের উল্লেখ রয়েছে এবং এমন এক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশে উৎসাহবর্ধন করা হয়েছে *"গণকেন্দ্রিক, বিশেষ করে যাদের ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে তাদের পক্ষে বোধগম্য ও সময়োচিত ব্যবস্থার বিকাশ করা (...) যাতে সতর্কীকরণে কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়েও নির্দেশ থাকবে (....)"*(প্যারা 17, ii.d.9)।

27-29 মার্চ 2006-এ জার্মানির বনে আয়োজিত আগাম সতর্কীকরণের তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশনে (থার্ড কনফারেন্স অন আর্লি ওয়ার্নিং (EWC III) নতুন ও অভিনব ধরণের আগাম সতর্কীকরণ প্রকল্প প্রস্তুত করার ও বিশ্বব্যাপী যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঝুঁকির আশঙ্কা আছে তা নিয়ে আলোচনা করার ও কিভাবে গণকেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ প্রয়োগ করে তার প্রভাব কম করা যায় সে বিষয়ে আলোচনার সুযোগ ছিল। ঐ অধিবেশনের পরিণামস্বরূপ বর্তমান দলিল "আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ ঃ একটি যাচাইতালিকা" প্রস্তুত করা হয়, যাতে অধিবেশনে যেসব প্রয়োগীয় উদাহরণ পেশ করা হয়েছিল সেসব বিষয়ে ও আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে বিবেচনা করা ও তথ্য প্রদান করা যায়, এবং হিয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকসনের আগাম সতর্কীকরণের উপাদান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করায় সাহায্য করা যায়।

ফলপ্রসূ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার চারটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত এই যাচাইতালিকার উদ্দেশ্য প্রধান উপাদান ও ক্রিয়াকলাপের এক সরল তালিকা গঠন, যা আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা বা মূল্যায়ন করার সময় রাষ্ট্রীয় সরকার বা সামাজিক সংগঠন নজির স্বরূপ ব্যবহার করতে পারবে, বা গুরুত্বপূর্ণ কর্মপন্থা যথাযথভাবে কাজ করছে কি না শুধুমাত্র তা যাচাই করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। এক ব্যাপক নির্দেশকার পরিকল্পনা হয়ে ওঠা এর অভিপ্রায় নয়, বরং সুদক্ষ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রধান উপাদানগুলি যথাস্থানে রয়েছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য।

স্বীকৃতি

জার্মান সরকারের অর্থসাহায্য দিয়ে থার্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন আর্লি ওয়ানিং-এর সচিবালয় এই যাচাইতালিকা অর্থাৎ চেকলিস্টের সূত্রপাত করে। বন-এর ISDR প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য প্রোমোশন অফ আর্লি ওয়ার্নিং (PPEW) স্থিত উপদেষ্টা অ্যালিসন উইল্টশায়ার এই প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আড়াই দিনের অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়াও আগাম সতর্কীকরণ ও আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা হ্রাস করার কাজে যুক্ত সংগঠন ও একক ব্যক্তি ইউনাইটেড নেশন্সের (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও আরো অন্যান্যদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব তথ্যসম্ভার পাওয়া গিয়েছে।

এই সমবেত কর্মকান্ডে যারা যোগদান করেছেন তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে, এতে রয়েছে থার্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন আর্লি ওয়ার্নিং-এর অংশগ্রহণকারী ও প্রকল্প প্রস্তুতকর্তা, যারা মনুষ্যজাতিকে মূলে রেখে কিভাবে কার্যকর উপায়ে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা করা যায় সেসব বিষয়ে উন্মুক্ত মতামত, চিন্তার বিষয় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।

"যেসব দেশ আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা হ্রাস করার জন্য বিধানিক নীতি নিয়ম প্রণয়ন করছে ও প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামোর বিকাশ করে এবং বিশেষ ও পরিমাপনসাধ্য সঙ্কেতের দ্বারা অগ্রগতির প্রতি নজর রাখতে ও বিকাশ করতে পারে সেসব দেশ বিপদের আশঙ্কা সামলাতে বেশী কর্মক্ষম এবং সমাজের সব শ্রেনীব্যাপী দুর্ঘটনার আশঙ্কা হ্রাস করার উপায়গুলির বিষয়ে ব্যাপক সম্মতি গ্রহণ করতে পারে, ঐ কাজে সকলকে নিযুক্ত করতে ও ঐ উপায় সম্বন্ধে একমত হতে পারে।"

হিয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকসন 2005-2015 ঃ আকস্মিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে দেশ ও সম্প্রদায়ের সহনশীলতা গড়ে তোলা, প্যারা 16।

ভেতরে কি আছে

ফলপ্রসূ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক উপাদান, কাজ ও কর্মনুশীলনের বিষয়ে এক সংক্ষিপ্ত, সরল যাচাইতালিকা উপস্থাপিত করা এই দলিলের উদ্দেশ্য। আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার নকশা গড়ে তোলার "কিভাবে করবে"-এর ব্যাপক তালিকা দেওয়ার বদলে এক অ-প্রযুক্তিগত, নজিরস্বরূপ সাধনী দেওয়া এর অভিপ্রায়।

যাচাইতালিকা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

এই দলিলটি দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অংশে বিভক্ত যা ক্রমানুসার পড়তে হবে। প্রথম বিভাগটিতে আগাম সতর্কীকরণের জন্য জরুরী উপযোগী প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি কাজ ও নবপ্রবর্তনের প্রয়োগসাধ্য যাচাইতালিকা রয়েছে যা আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অথবা মূল্যায়ন করার সময় বিবেচনা করে দেখতে হবে।

1. আগাম সতর্কীকরণের প্রধান উপাদান, আগাম সতর্কীকরণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় ও কর্মকর্তা

আগাম সতর্কীকরণের চারটি উপাদন ঃ বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে জ্ঞান; প্রযুক্তিগত পরীক্ষা ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা; সংযোগস্থাপন ও সতর্কীকরণের বিষয়ে প্রচার করা; এবং সমাজ সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিভাগ এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে ফলপ্রসূ, লোক কেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান এবং প্রতিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ তাতে বিশেষ আলোকপাত করা যায়।

এই চারটি উপাদান ছাড়াও, ফলপ্রসূ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ ও তা টিকে থাকার জন্য জরুরী একাধিক, বিষয়ের পরিলেখ দেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে কার্যকর উপায়ে পরচিালনা ও প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্ত, আগাম সতর্কীকরণে ঝুঁকি সামলানোর বহুবিধ পন্থা, বহুবিধ স্থানীয় সম্প্রদায়কে যুক্ত করা এবং লিঙ্গগত প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক বিবিধতা বিচার করে দেখা।

প্রতিটি যাচাইতালিকার শুরুতে যে প্রধান কর্মকর্তাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে তাদের প্রসঙ্গে ও বিস্তারিত পশ্চাদপটের জন্য অজ্ঞগাম সতর্কীকরণের কর্মকান্ডে যুক্ত প্রধান কর্মকর্তা / সংগঠন, তাদের কাজের ভূমিকা ও দায়িত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

2. আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ, মূল্যায়ন করা বা পরিশুদ্ধ করায় সাহায্যের জন্য প্রয়োগসাধ্য কর্মকলাপের যাচাইতালিকা

ব্যবহার সহজসাধ্য ও প্রয়োগসাধ্য করার জন্য আগাম সতর্কীকরণের চারটি উপাদানের প্রতিটি বিষয় নিয়ে একক যাচাইতালিকা তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সুসঙ্গত ও টেকসই রাখার জন্য পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই সেসব বিবিধ বিষয়ে নিয়ে একটি অতিরিক্ত যাচাইতালিকাও তৈরী করা হয়েছে।

প্রত্যেকটা যাচাইতালিকা ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রধান বিষয়ে শ্রেণীবিভক্ত এবং তাতে কয়েকটি কাজ বা পদক্ষেপের সরল তালিকা রয়েছে যা, অনুসরণ করলে, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গঠন বা মূল্যায়নের মজবুত বনিয়াদ পাওয়া যাবে।

"বিকাশশীল দেশের গরিব সম্প্রদায়গুলির বিপর্যয় প্রতিরোধ করায় সৃজনশীল প্রয়াস থেকে অনেক কিছু শেখা হয়েছে। প্রতিরোধমূলক নীতিনিয়ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা শুধুমাত্র সরকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভরসায় রাখা যায় না। সফল হতে হলে এই কাজে সভ্য সমাজ, বেসরকারি ক্ষেত্র ও প্রচারমাধ্যমকেও যুক্ত করতে হবে।"

কোফি আনান (Kofi Annan)
ইউএন সেক্রেটারি জেনেরাল (UN Secretary-General)
ইন্টারন্যাশনাল ডিকেড ফর ন্যাচরাল ডিসাস্টার রিডাকসন (IDNDR) (International Decade for Natural Disaster Reduction)
কর্মসূচির সম্মেলন (Programme Forum)
জেনেভা, জুলাই 1999 (Geneva, July 1999)

লোক-কেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

1. প্রধান উপাদান

যে সব সম্প্রদায় ও ব্যক্তি বিপদের আশঙ্কাযুক্ত তাদের দৈহিক আঘাত, প্রাণহানি এবং ভূসম্পত্তি ও পরিবেশের ক্ষতি কম করার জন্য, তারা যাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে উপযুক্ত উপায়ে কাজ করতে পারে সেজন্য তাদের ক্ষমতা প্রদান করা লোক-কেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

এক সম্পূর্ণ ও কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় চারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদান রয়েছে, যাতে বিপদ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অসহায় অবস্থা থেকে শুরু করে প্রস্তুত থাকা ও প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা সব রয়েছে। সবচেয়ে সেরা আগাম সতর্কীকরণ কর্মপদ্ধতিতে এই সবকটি উপাদানের মধ্যে সুদৃঢ় পারস্পরিক যোগসূত্র ও ফলপ্রসূ সংযোগ ব্যবস্থাও আছে।

ঝুঁকি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা

বিশেষ কোনো স্থানে বিপদের ও অসহায় অবস্থার সংমিশ্রণে ঝুঁকির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে নিয়মবদ্ধ ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয় এবং শহরীকরণ, গ্রাম্য জমিজমা ব্যবহারে পরিবর্তন, পরিবেশের অবনতি ও আবহাওয়ায় পরিবর্তনের মত বিভিন্ন প্রণালীর ফলে মানুষের অসহায় অবস্থা ও বিপদের সম্ভাবনার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বিবেচনা করে দেখতে হবে। ঝুঁকির মূল্যায়ন ও মানচিত্র লোক-সমাজকে অনুপ্রেরণা দিতে, আগাম ঝুঁকি ব্যবস্থার প্রধান প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করতে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতিতে পথনির্দেশ দিয়ে সাহায্য করে।

সজাগ দৃষ্টি রাখা ও সতর্ক করার ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে সতর্ক করার ব্যবস্থা। দিনে 24 ঘন্টা চলমান এক বিশ্বাসযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত দুর্ঘটনা পূর্বানুমান ব্যবস্থা ও বিশ্বস্ত পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। সময়মত যথাযত সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করার জন্য বিপর্যয়ের পরিমাপক ও পূর্বাভাসের প্রতি অবিরাম ও সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী। প্রতিষ্ঠানগত, পদ্ধতিগত ও সংযোগের নেটওয়ার্ক দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য যেখানে সম্ভব বিভিন্ন বিপর্যয়ের সতর্কীকরণ পরিষেবায় পারস্পরিক সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

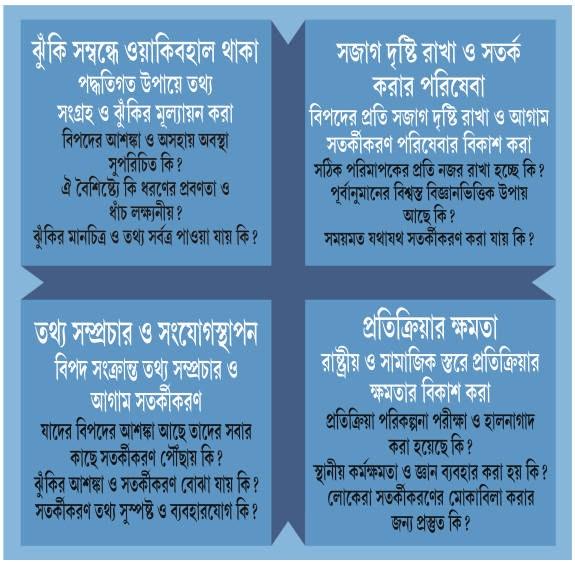

লোক-কেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার চারটি প্রধান উপাদান। উৎস ঃ UN / ISDR প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য প্রোমেশন অফ আর্লি ওয়ার্নিং

তথ্য সম্প্রচার ও সংযোগস্থাপন

যাদের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে তাদের কাছে সতর্কীকরণ পৌঁছানো অবশ্যকরণীয়। যথার্থ প্রতিক্রিয়া, জীবনরক্ষা করতে পারে ও জীবনধারণে সহায়ক হয় ও সেজন্য সহজ সরল, জরুরী তথ্য সমৃদ্ধ স্পষ্ট বার্তা একান্ত জরুরী। আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় ও সমাজভিত্তিক সংযোগ ব্যবস্থা পূর্ব-নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য ভাষায় ব্যক্ত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। যত বেশী সম্ভব লোকেদের সতর্ক করার জন্য, কোনো একটি পথ যাতে ব্যর্থ না হয় তা সুনিশ্চিত করা ও সতর্কীকরণ বার্তাপ্রচারে সাহায্যের জন্য, একাধিক সংযোগ পথ ব্যবহার করা জরুরী।

প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা

সম্প্রদায়গুলির বিপদের ঝুঁকির ব্যাপারে জেনে রাখা; সতর্কীকরণ পরিষেবাকে মান্য করা ও কি প্রতিক্রিয়া হওয়া দরকার তা জেনে রাখা জরুরী। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও সদা-প্রস্তুত থাকার কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এছাড়া দুর্ঘটনা সামলানোর পরিকল্পনা যথাস্থানে রাখা ভালোমত অনুশীলন ও পরীক্ষা করে রাখা, জরুরী। সমাজ সম্প্রদায়কে নিরাপদ আচরণ বিধি, উপস্থিত পলায়ন পথের বিভিন্ন বিকল্প সম্বন্ধে এবং ভূসম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি ও ধ্বংস প্রত্যাহারের সবচেয়ে সেরা উপায় সম্বন্ধে যথেষ্ট জানিয়ে রাখা দরকার।

2. বিভিন্ন বিষয়

বিভিন্ন ধরণের বিষয় রয়েছে যা কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করার সময় বিবেচনা দেখতে হবে।

➢ কার্যকর পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনা

সুসংবদ্ধ পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনা সুবিন্যস্ত আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশে সাফল্য ও তা টিকিয়ে রাখার সাহায্য করে। এই বনিয়াদগুলির ভিত্তিতে পূর্বে উল্লেখ করা আগাম সতর্কীকরণের চারটি উপাদান গড়ে তোলা, সদৃঢ় করা ও বজায় রাখা হয়।

সুপরিচালনায় সহায়ক হয় মজবুত আইনী ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামো, যাতে দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও ফলপ্রসূ প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্তের সমর্থন প্রয়োজন। ফলপ্রসূ পরিচালনা ব্যবস্থা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত, যা রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক স্তরে ব্যাপক ধরণের প্রশাসনিক ও সংস্থানগত ক্ষমতার সাহায্য পায়।

এছাড়া আগাম সতর্কীকরণে ভাগীদারদের মধ্যে উল্লম্ব ও আনুভূমিক সংযোগ ও সমণ্বয় ব্যবস্থাও স্থাপন করা প্রয়োজন।

➢ বহুবিধ-বিপর্যয় পন্থা

যেখানে সম্ভব, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সঙ্গে সবরকমের বিপর্যয় ভিত্তিক ব্যবস্থার যোগসূত্র থাকা দরকার। এই বহুব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামোয় সবরকম বিপর্যয় ও সর্বশেষ ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বিবেচনা করে দেখতে পারে এমন ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপের বন্দোবস্ত করা গেলে সাশ্রয় হবে, কার্যকারিতা, টিকে থাকার ক্ষমতা বাড়ানো যাবে।

এছাড়া একক-বিপর্যয়ের সতর্কীকরণ ব্যবস্থার তুলনায় বহুবিধ বিপর্যয়ে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরো ঘণঘণ সক্রিয় হবে সুতরাং সচরাচর ঘটে না এমন অত্যন্ত বিপজ্জনক, তীব্র ঘটনাক্রম, যেমন সুনামী, ঘটলে এই পন্থা আরো বেশী সক্রিয় ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থা দেবে। এছাড়া বহুবিধ বিপর্যয় ব্যবস্থার সাহায্যে জনসাধারণ যে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন সে ব্যাপারে আরো ভালোমত বুঝতে শিখবে ও বাঞ্ছিত সদা-প্রস্তুতি ও সতর্কীকরণ প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত হবে।

➢ স্থানীয় সম্প্রদায়কে জড়িত করা

যাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশী তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর লোক-কেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নির্ভরশীল থাকে। বিপদসঙ্কুল সম্প্রদায় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া বিপজ্জনক ঘটনায় সরকার ও প্রতিষ্ঠানগত হস্তক্ষেপ ও প্রতিক্রিয়া সম্ভবত অপর্যাপ্ত হবে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকায় আগাম সতর্কীকরণে স্থানীয়, "গোড়া থেকে" প্রণালী অবলম্বন করা হলে সমস্যা ও চাহিদার বহুবিধ সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে, অসহায় অবস্থা কম করতে ও স্থানীয় কর্মক্ষমতা আরো সুদৃঢ় করতে স্থানীয় সম্প্রদায়, সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রথাগত সংগঠন যোগদান দিতে পারবে।

➢ লিঙ্গগত প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক বিবিধতা বিবেচনা করে দেখা

আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ করতে গিয়ে একটি বিষয়ে স্বীকার করা জরুরী যে বিপর্যয়ের প্রস্তুতি, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা ও তার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন দলের কার্যকারিতা ও তাদের অসহায় অবস্থা সংস্কৃতি, লিঙ্গ ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রায়ই সমাজে নারী পুরুষের পৃথক ভূমিকা থাকে ও দুর্ঘটনায় তথ্য জানার উপায়ও পৃথক হয়। এছাড়া, প্রায়ই বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, আর্থ সামাজিক দৃষ্টিতে বঞ্চিত শ্রেনী বেশী অসহায় হয়।

প্রতিটি অসহায় সম্প্রদায়ের প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তথ্য, প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্ত ও সতর্কীকরণ সম্প্রচার ব্যবস্থা প্রস্তুত করা দরকার।

3. প্রধান কর্মকর্তা

এক কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেনীর একক ব্যক্তি ও দলের অবদান ও তাদের মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত তালিকায় বিভিন্ন ধরণের সংগঠন ও দলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রয়েছে যাদের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় জড়িত হওয়া প্রয়োজন এবং তাদের কাজ ও দায়িত্বের উল্লেখও আছে।

সমাজ সম্প্রদায়, বিশেষ করে যারা সবচেয়ে অসহায়, তারা লোক-কেন্দ্রিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে। তাদের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনের প্রতিটি বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া দরকার; তারা যে বিপদের সম্মুখীন ও তার যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন; এবং ক্ষতি বা ধ্বংসের আশঙ্কা কম করার জন্য তারা যাতে যথাযত পদক্ষেপ নিতে পারে সে ব্যাপারে কর্মক্ষম হওয়া প্রয়োজন।

স্থানীয় সরকার, যেমন সমাজ ও একক ব্যক্তি, কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সরকার দ্বারা তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, তাদের সমাজ যে ধরণের বিপদের সম্মুখীন হতে পারে সে ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্রিয় অংশ নেওয়া দরকার। যে উপদেশমূলক তথ্য পাওয়া যায় তা তাদের ভালোমত বুঝে নিতে হবে এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এমনভাবে পরামর্শ, নির্দেশ দিতে ও কাজে যুক্ত করতে হবে যা জনসাধারণের নিরাপত্তা বাড়ানো যায় এবং ঐ সমাজ যে সংস্থানগুলির উপর নির্ভরশীল তার সম্ভাব্য ক্ষতি কম করা যায়।

রাষ্ট্রীয় সরকারের, দায়িত্ব উচ্চস্তরের পলিসি ও পরিকাঠামো প্রস্তুত করা, যা আগাম সতর্কীকরণে সহায়ক হবে এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা করা, যা রাষ্ট্রীয় বিপদের সতর্কীকরণের পূর্বানুমান ও প্রচার করবে। আগাম সতর্কীকরণ ক্ষমতা বলবৎ করতে রাষ্ট্রীয় সরকারের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের সংগঠন ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং সতর্কীকরণ ও প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সরাসরি সবচেয়ে অসহায় জনসাধারণের কাছে এগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় সম্প্রদায় ও সরকারের কাজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাদের সাহায্যের বন্দোবস্ত করাও জরুরী কর্তব্য।

আঞ্চলিক সংস্থা ও সংগঠনগুলির ভূমিকায় রয়েছে বিশেষ তথ্যাদি ও পরামর্শ প্রদান করা, যে সব দেশগুলিতে একই রকমের ভৌগোলিক পরিবেশ আছে সেখানে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ করা ও তা টিকিয়ে রাখার রাষ্ট্রীয় প্রয়াসে এইসব সংগঠন সাহায্য করে। এছাড়া এরা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তৎপর থাকে এবং পাশাপাশি দেশগুলিতে আগাম সতর্কীকরণ পদ্ধতি কার্যকর করে তোলায় সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় আগাম সতর্কীকরণ ক্রিয়াকলাপে আন্তর্জাতিক সমন্বয়স্থাপন, আদর্শ নমুনা স্থির করতে ও সাহায্য করতে পারে এবং একক দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ে সহায়ক হয়। এই সহায়তায় উপদেশমূলক তথ্যের ব্যবস্থাপনা করা, প্রযুক্তিগত সাহায্য, ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সংস্থার বিকাশ ও কর্মক্ষমতা বিকাশে সাহায্যের জন্য জরুরী পলিশি সংক্রান্ত ও সাংগঠনিক সাহায্য করে।

বেসরকারি (NGOs) সংগঠনগুলি, বিশেষ করে সমাজ স্তরে, আগাম সতর্কীকরণের সঙ্গে যুক্ত একক ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সংগঠনের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গের জন্য সম্প্রদায়গুলি প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া, যারা সরকারি পলিসি প্রস্তুত করেন তাদের বিষয়সূচিতে যাতে আগাম সতর্কীকরণ বজায় থাকে তা সুনিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অধিবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারে।

বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির আগাম সতর্কীকরণে ব্যাপক ও বিবিধ ভূমিকা রয়েছে, যেমন তাদের নিজস্ব সংগঠনে আগাম সতর্কীকরণের ক্ষমতার বিকাশ। জনসাধারণের মধ্যে দুর্ঘটনা সচেতনতা বাড়ানো ও শীঘ্র সতর্কীকরণের প্রচার প্রসারে প্রচারমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রের কাছে প্রযুক্তিগত লোকবল, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বা অনুদান (নগদ ও বিকল্প) কিংবা পরিষেবা দিয়ে সুদক্ষ পরিষেবা দিয়ে সাহায্য করার বিপুল; অব্যবহৃত ক্ষমতা আছে।

বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশে সরকার ও সমাজকে সাহায্য করার জন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্যাদি জানানো। সমাজ সম্প্রদায় যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা, নিয়মবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা ও সতর্ক করার পরিষেবা গড়ে তোলায় সাহায্য করা, তথ্য বিনিময়ে সাহায্য করা, বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত তথ্য সহজবোধ্য বার্তায় অনুবাদিত করা এবং যারা বিপন্ন তাদের কাছে বোধগম্য ভাষায় তথ্য প্রচার করায় তাদের বিশেষ কর্মদক্ষতা সদ্ব্যবহার করা যায়।

প্রধান উপাদান 1: ঝুঁকি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা

উদ্দেশ্য ঃ *বিপদ ও অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য, মানচিত্র ও সাধারণ প্রবণতা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ, মূল্যায়ন ও ভাগ করে নেওয়ার জন্য এক নিয়মবদ্ধ, শর্তনির্ধারিত প্রণালী স্থির করা।*

প্রধান কর্মকর্তা ঃ

আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় দুর্ঘটনা সামলানোর সংগঠন; আবহাওয়া ও জলানুসন্ধান সংক্রান্ত সংগঠন, ভূপ্রকৃতি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী; ইঞ্জিনিয়ার, জমি ব্যবহার ও শহর পরিকল্পনাকারী; গবেষক ও শিক্ষায়তন সংক্রান্ত বিদগ্ধ ব্যক্তি; দুর্ঘটনা সামলানোর কাজে জড়িত সংগঠন ও সমাজের প্রতিনিধি; আন্তর্জাতিক এবং UN সংস্থা যথা WMO, UN/ISDR, UNEP, UNU-EHS, UNOSAT, UNDP, FAO, UNESCO।

যাচাইতালিকা

1. সাংগঠনিক বন্দোবস্ত নির্ধারণ করা হয়েছে

- ☐ বিপদ ও অসহায় অবস্থা মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত প্রধান রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি চিহ্নিত করে তাদের ভূমিকা সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে (যেমন অর্থনৈতিক তথ্য, জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য, জমি ব্যবহার পরিকল্পনা, সামাজিক তথ্য ইত্যাদির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন)।
- ☐ একটি জাতীয় সংগঠনকে বিপদসঙ্কেত চেনা, অসহায় অবস্থা ও বিপদের আশঙ্কা মূল্যায়নে সমন্বয়স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ☐ সরকারি পলিসি বা আইনী প্রবিধান, যা উপস্থিত সবকটি সম্প্রদায়ের বিপদের আশঙ্কা ও অসহায় অবস্থার নকশা প্রস্তুত করার আদেশ দেয়।
- ☐ বিপদ ও অসহায় অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য বিধিবদ্ধভাবে সংগ্রহ, ভাগ ও বিশ্লেষণ করার জন্য রাষ্ট্রীয় মান বিকশিত করা হয়েছে এবং, যেখানে উপযুক্ত, প্রতিবেশী বা আঞ্চলিক দেশগুলির সঙ্গে শর্তনির্ধারিত করে রাখা হয়েছে।
- ☐ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞের দ্বারা ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যাদির যথার্থতা বিশ্লেষণ ও পুনরীক্ষণ করার প্রণালী তৈরী করা হয়েছে।
- ☐ স্থানীয় বিপদ ও অসহায় অবস্থা মূল্যায়নে সমাজ সম্প্রদায়গুলিকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করার কর্মকৌশল তৈরী করা হয়েছে।
- ☐ ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য প্রতি বছর পুনর্বিচার ও হালনাগাদ করা, এবং নতুন বা ক্রমশ উদ্ভূত হচ্ছে এমন বিপদের আশঙ্কা ও অসহায় অবস্থা বিষয়ে তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার প্রণালী তৈরী করা হয়েছে।

2. প্রাকৃতিক বিপদের আশঙ্কা চিহ্নিত করা হয়েছে

- ☐ প্রধান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনার বৈশিষ্ট্য (যেমন তীব্রতা, দ্রুততা ও সম্ভাবনা) বিশ্লেষণ করা হয়েছে ও ঐতিহাসিক তথ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ☐ যে সব ভৌগোলিক এলাকা ও সম্প্রদায় প্রাকৃতিক বিপদে প্রভাবিত হতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করার জন্য বিপদের আশঙ্কার নকশা বা মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে।
- ☐ একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার জন্য (যেখানে সম্ভব) এক ব্যাপক বিপদের আশঙ্কার মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে।

3. সমাজ সম্প্রদায়ের বিপন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

- ☐ সবরকম প্রাসঙ্গিক প্রাকৃতিক বিপদে সমাজ সম্প্রদায়ের অসহায় অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ☐ এই অসহায় বা বিপন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র ও ভবিষ্যতে যেসব বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে তা বিবেচনা করে দেখা হয়েছে।
- ☐ বিবিধ বিষয় যথা লিঙ্গ, অক্ষমতা, মৌলিক পরিকাঠামো পাওয়া কতটা সহজসাধ্য, আর্থিক বিবিধতা ও পরিবেশ সংবেদনশীলতা বিবেচনা করা হয়েছে।
- ☐ অসহায় পরিস্থিতি দলিলভুক্ত ও মানচিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে (যেমন সমুদ্রতীরে বসবাসকারী মানুষ বা সম্প্রদায়গুলি চিনে মানচিত্রভুক্ত করা হয়েছে)।

4. ঝুঁকির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে

- ☐ প্রতিটি অঞ্চল বা সম্প্রদায় কতখানি ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য বিপদ ও আসহায় অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ☐ সমাজ ও শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত পরামর্শ করা হয়েছে, যাতে ঝুঁকি সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায় ও তাতে ঐতিহাসিক ও দেশজ জ্ঞান, স্থানীয় তথ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- ☐ যে সব কাজে ঝুঁকির আশঙ্কা বাড়ে তা খুঁজে, মূল্যায়ন করে দেখা হয়েছে।
- ☐ ঝুঁকি বিশ্লেষণের পরিণাম স্থানীয় ঝুঁকি সামলানোর পরিকল্পনা ও সতর্কীকরণ সংবাদে সম্মিলিত করা হয়েছে।

5. তথ্য জমা করে রাখা হয়েছে ও সহজে প্রাপ্তিসাধ্য

- ☐ বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক বিপদের আশঙ্কা সংক্রান্ত সবরকম তথ্য জমা রাখার জন্য কেন্দ্রীয় "লাইব্রেরি" বা GIS তথ্য সম্ভার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।
- ☐ বিপদের আশঙ্কা ও অসহায় অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সরকার, জনসাধারণ ও (যেখানে উপযুক্ত) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য আছে।
- ☐ তথ্য হালনাগাদ করে রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

প্রধান উপাদান 2: সজাগ দৃষ্টি রাখা ও সতর্কীকরণ পরিষেবা

উদ্দেশ্য ঃ *সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে এক ফলপ্রসূ বিপদের আশঙ্কার সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও সতর্কীকরণ পরিষেবা স্থাপন।*

প্রধান কর্মকর্তা

রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া ও জলানুসন্ধান পরিষেবা; বিশেষ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (যেমন জল, সুনামী, আগ্নেয়গিরি ও জলবায়ুর জন্য); বিশ্ববিদ্যালয়; গবেষণাকেন্দ্র, বেসরকারি যন্ত্রাদি সরবরাহকারী; সংযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ, গুণমান পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ, আঞ্চলিক প্রযুক্তিকেন্দ্র, UN সংস্থা যথা UN/ISDR, WMO, FAO, UNESCO, UNEP, UNOSAT, OCHA, ITU।

যাচাইতালিকা

1. প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্ত করা হয়েছে

- ☐ সতর্কীকরণ বার্তা প্রস্তুত ও জারি করে এমন সব সংগঠনের শর্তনির্ধারিত কর্মপ্রণালী, এবং ভূমিকা ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ও আইনী অনুমোদন পেয়েছে।
- ☐ যেক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন বিপদের আশঙ্কার বিষয় সামলায় সেক্ষেত্রে সতর্কীকরণের ভাষা ও যোগাযোগের পথ নির্ধারণে সঙ্গতি আনার জন্য, পারস্পরিক সম্মতি নেওয়া হয়েছে ও সংস্থাগুলির মধ্যে আচরণবিধি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ☐ বিভিন্ন সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় পারস্পরিক কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতার জন্য সবরকম বিপদের পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছে।
- ☐ সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় ভাগীদার, যেমন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জানে কোন্ সংস্থাগুলি সতর্কীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত।
- ☐ প্রযুক্তিগত সতর্কীকরণ পরিষেবার জন্য সংযোগস্থাপনের দায়িত্ব ও পথনির্ধারণের স্পষ্ট বর্ণনের জন্য আচরণ বিধি রয়েছে।
- ☐ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন ব্যবস্থা বিষেয়ে সর্বসম্মতি নেওয়া হয়েছে ও ঐ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ☐ উদ্বেগের আঞ্চলিক বিষয় যেমন ক্রান্তীয় সাইক্লোন, ভাগ করে নেওয়া অববাহিকায় বন্যা, তথ্য বিনিময় ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য আঞ্চলিক সম্মতিসূচক চুক্তি, সমন্বয়স্থাপন পদ্ধতি ও বিশেষ কেন্দ্র রয়েছে।
- ☐ প্রতি বছর অন্তত একবার, সম্পূর্ণ বন্দোবস্তে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা পরীক্ষা ও অনুশীলন করা হয়।
- ☐ প্রযুক্তিগত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক রাষ্ট্রীয়, সবরকম বিপদ সংক্রান্ত সমিতি রয়েছে, যা বিপদের আশঙ্কা কম করার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় মঞ্চ সমেত রাষ্ট্রীয় বিপদ সামলানো ও হ্রাস করার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।
- ☐ যাদের উদ্দেশ্যে সতর্কীকরণ করা হয়েছে তাদের কাছে বার্তা পৌঁছেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ☐ সব সময় (সপ্তাহে সাত দিন, দিনে 24 ঘন্টা) সতর্কীকরণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী রয়েছে।

2. সজাগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বিকাশ করা হয়েছে

- ☐ প্রতিটি প্রাসঙ্গিক বিপদের পরিমাপক ও বৈশিষ্ট্য দলিলভুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ সজাগ পর্যবেক্ষণের জন্য দলিলপত্র ও পরিকল্পনা আছে; এবং এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষরা একমত।
- ☐ স্থানীয় পরিস্থিতি ও অবস্থার উপযুক্ত প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি আছে ও কর্মচারীরা সে সব ব্যবস্থার ও রক্ষণাবেক্ষণ করায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
- ☐ আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক, পারিপার্শ্বিক এলাকা ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে প্রযোজ্য তথ্য ও বিশ্লেষণ সহজে পাওয়া যায়।
- ☐ বাস্তবিক বা প্রায়-বাস্তব সময়ে, অর্থপূর্ণ ফর্মায় তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রাপ্তিসাধ্য করা হয়।
- ☐ প্রাসঙ্গিক বিপদের সঙ্গে যুক্ত অসহায় অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া, পুনর্বিচার ও প্রচার প্রসার করার কর্মকৌশল রয়েছে।
- ☐ গবেষণা ও সততা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে, রুটিনমাফিক তথ্য নথিভুক্ত করে রাখা হয় ও সহজে পাওয়া যায়।

3. পূর্বানুমান ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে

- ☐ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ করা, পূর্বানুমান ও সতর্কীকরণ বার্তা তৈরী করা হয়।
- ☐ আন্তর্জাতিক গুণমান ও আচরণ বিধি অনুসারে তথ্য ও সতর্কীকরণ জারি করা হয়।
- ☐ সতর্কীকরণ বিশ্লেষকদের উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ☐ তথ্য সামলানো ও পূর্বাভাসের মডেল চালানোর জন্য সতর্কীকরণ কেন্দ্রে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে।
- ☐ ব্যর্থতা প্রতিরোধক ব্যবস্থা আছে, যেমন অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও কর্মচারীর উপস্থিতি।
- ☐ সুনিপুণভাবে, সময়মত সতর্কীকরণ জারি ও প্রচার প্রসার করা হয়, যা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসইভাবে পেশ করা হয়।
- ☐ নিয়মিত রুটিনে, কর্মপ্রণালীর সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, যেমন তথ্যের মান ও সতর্কীকরণ সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রধান উপাদান 3: তথ্য প্রচার ও সংবাদ প্রদান করা

উদ্দেশ্য ঃ *লোকসমাজ ও জনসাধারণকে আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারে অগ্রীম সতর্ক করে দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক স্তরে সমণ্বয় স্থাপন ও তথ্য বিনিময়ের জন্য তথ্য প্রেরণা ও প্রচার ব্যবস্থার বিকাশ।*

প্রধান কর্মকর্তা

আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় স্তরে বিপদ সামলানোর সংস্থা, রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া ও জলানুসন্ধান পরিষেবা; সামরিক ও সাধারণ কর্তৃপক্ষ, প্রচার মাধ্যম (প্রিন্ট, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন); অসহায় ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য (যেমন পর্যটন, বয়স্কদের পরিচর্যা ব্যবস্থা, সামুদ্রিক জাহাজ); সমাজভিত্তিক ও মূলস্তরের সংগঠন, আন্তর্জাতিক ও UN সংস্থা যথা UN/ISDR, IFRC, UNDP, UNESCO, UNEP, WMO, OCHA।

যাচাইতালিকা

1. সাংগঠনিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী বিধিবদ্ধ করা হয়েছে

- ☐ সরকারি পলিসি কিংবা আইন প্রণয়ন দ্বারা সতর্কীকরণ সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে (যেমন সরকারের কাছ থেকে সঙ্কটকালীন ম্যানেজার ও সম্প্রদায়গুলির কাছে বার্তা পৌঁছানো ইত্যাদি)।
- ☐ অনুমোদিত কর্তৃপক্ষদের সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের আধিকারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (যেমন আবহাওয়া দপ্তর আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ জানাবে, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সাবধান করে দেবে)।
- ☐ আইনী বিধান বা সরকারি পলিসিতে, সতর্কীকরণ সংবাদ প্রচার প্রণালীর প্রতিটি কর্মকর্তার কাজ, ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করা হয়েছে (যেমন রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া ও জলানুসন্ধান কর্তৃপক্ষ, প্রচার মাধ্যম, সরকারি নয় এমন সংস্থা (NGO))।
- ☐ সীমান্তের উভয় দিকের বা আঞ্চলিক আগাম সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কাজের দায়িত্ব ও ভূমিকার স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে প্রতিবেশী দেশে সতর্কীকরণ সংবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থাও আছে।
- ☐ সুদূর অঞ্চলের সম্প্রদায় ও বাড়িঘরে বিপদসঙ্কেত পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের গোষ্ঠীকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাপক প্রচার করায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

2. সংযোগস্থাপনের ফলপ্রসূ বন্দোবস্ত ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হয়েছে

- ☐ একক সম্প্রদায়ের প্রয়োদনানুসার সংযোগ স্থাপন ও সংবাদ প্রচারের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে (যেমন যাদের কাছে সুবিধা রয়েছে তাদের জন্য রেডিও বা টেলিভিশন; সুদূরবর্তী সম্প্রদায়গুলির জন্য সতর্কীকরণের পতাকা, বিপদসঙ্কেত, সাইরেন বা বার্তাবাহক)।
- ☐ সতর্কীকরণ সংবাদ পৌঁছানোর প্রযুক্তি ঋতুবিশেষের জনসংখ্যা ও সুদূর প্রান্ত সমেত সমস্ত জনসম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে যায়।
- ☐ উপযুক্ত যন্ত্রপাতি চেনা ও সংগ্রহ করায় সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।
- ☐ সতর্কীকরণ সংবাদ প্রচারের জন্য সংযোগস্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন সর্বসাধারণের প্রচার মাধ্যম ও বিধিবর্জিত সংযোগব্যবস্থা)।
- ☐ উপযুক্ত মনে হলে বেসরকারি ক্ষেত্রের সংস্থান ব্যবহার করার বিষয়ে সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে (যেমন অ-পেশাদার রেডিও, নিরাপদ আশ্রয়)।
- ☐ সবরকম বিপদের জন্য সতর্কীকরণ সংবাদ প্রেরণ ও সংযোগস্থাপনের সুসঙ্গত ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়।
- ☐ সতর্কীকরণ বার্তা যথাস্থানে পৌঁছেছে কি না তা যাচাই করার জন্য দুপথে সংযোগ স্থাপন ও পরস্পর যোগাযোগ রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
- ☐ যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতমানের করে রাখার কর্মসূচি ব্যবহার করা হয়েছে, ও অতিরিক্ত যন্ত্রাদি রাখা হয়েছে যাতে ব্যর্থতায় বিকল্প বন্দোবস্ত থাকে।

3. সতর্কীকরণ বার্তা চেনা ও বোঝা যায়

- ☐ যারা বিপন্ন তাদের বিশেষ প্রয়োজনমাফিক সতর্কীকরণ সঙ্কেত ও বার্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে (যেমন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, লিঙ্গগত, ভাষাগত, শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পশ্চাদপটের মানুষের জন্য)।
- ☐ যারা বিপন্ন শুধুমাত্র তাদের কাছে সতর্কীকরণ পৌঁছানোর জন্য বিপদ সঙ্কেত ও বার্তা ভৌগোলিক কেন্দ্রভুক্ত রয়েছে।
- ☐ যাদের পদক্ষেপ নিতে হবে তাদের চিন্তার বিষয়, আগ্রহের বিষয় ও মূল্যবোধ বুঝে তা সতর্কীকরণ বার্তায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় (যেমন পালিত পশু পাখি সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ)।
- ☐ সতর্কীকরণ সঙ্কেত স্পষ্ট চেনা যায় ও সময়ের সঙ্গে সুসঙ্গত এবং প্রয়োজন হলে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যবস্থা আছে।
- ☐ বিপদের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্বন্ধে সতর্কীকরণে বিশেষ উল্লেখ আছে।
- ☐ বিপদের ঝুঁকির সম্ভাবনা আর না থাকলে সমাজকে তা জানানোর জন্য বন্দোবস্ত রয়েছে।
- ☐ লোকে কিভাবে আগাম সতর্কীকরণ বার্তা জানতে ও বুঝতে পারছে সে বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে, এবং তাতে যা শেখা হয়েছে সেসব তথ্য সংবাদের ফর্মায় ও প্রচার প্রণালীতে অঙ্গীভুত করা হয়েছে।

প্রধান উপাদান 4 : প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা

উদ্দেশ্য ঃ *প্রাকৃতিক বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে শিক্ষার প্রসার, সমাজের অংশগ্রহণ ও বিপদের প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমাজ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা আরো সুদৃঢ় করা।*

প্রধান কর্মকর্তা

সমাজভিত্তিক ও মূল উৎসের সংগঠন; স্কুল; বিশ্ববিদ্যালয়; বিধিবর্জিত শিক্ষাক্ষেত্র, প্রচারমাধ্যম (প্রিন্ট, রেডিও, টেলিভিশন, অন-লাইন); বিপদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রযুক্তিগত সংস্থা; আন্তর্জাতিক; রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় বিপদ সামলানোর সংগঠন; আঞ্চলিক বিপদ সামলানোর সংগঠন; আন্তর্জাতিক ও UN সংস্থা যথা OCHA, UNDP, UNEP, FAO, UNESCO, UN/ISDR, IFRC, WMO।

যাচাইতালিকা

1. সতর্কীকরণ সংবাদকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়

- ☐ বিশ্বস্ত সূত্র (যেমন সরকার, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, শ্রদ্ধেয় সামাজিক সংগঠন) দ্বারা বিপন্ন সমাজকে সতর্ক করা ও ঐ সতর্কীকরণ প্রচারিত করা হয়েছে।
- ☐ সমাজের প্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা ও সতর্কীকরণ পরিষেবার বিষয়ে সর্বসাধারণের ধ্যাণধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ☐ সতর্কীকরণ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা গড়ে তোলার কর্মকৌশল তৈরী করা হয়েছে (যেমন পূর্বানুমান ও সতর্কীকরণের মধ্যে প্রভেদ বোঝা)।
- ☐ সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আস্থা বজায় রাখার জন্য নকল অ্যালার্ম কম করা হয়েছে ও যা যা উন্নয়ন হয়েছে সে ব্যাপারে জানানো হয়েছে।

2. দুর্ঘটনার প্রস্তুতিপর্ব ও প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে

- ☐ আইন দ্বারা দুর্ঘটনার প্রস্তুতিপর্ব ও প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।
- ☐ যেসব সম্প্রদায় বেশী বিপন্ন সেখানকার একক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনার প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।
- ☐ সঙ্কটকালীন প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য বিপদ ও বিপদসঙ্কুল স্থানের মানচিত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ☐ সঙ্কটকালীন প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার সাম্প্রতিকতম পরিকল্পনার বিকাশ, সমাজে সম্প্রচার করা, ও কর্মক্ষেত্রে অনুশীলন করা হয়েছে।
- ☐ আগেকার দুর্ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে যা শিক্ষালাভ হয়েছে সেসব দুর্ঘটনা সামলানোর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ যে দুর্ঘটনাগুলি বারংবার ঘটে তার জন্য সদা প্রস্তুত থাকার কর্মকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।
- ☐ আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার ও প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য নিয়মিত অভ্যাস ও পরীক্ষা করা হয়।

3. সমাজের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বিশ্লেষণ ও সুদৃঢ় করা হয়েছে

- ☐ আগাম সতর্কীকরণে সমাজ কতটা কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ☐ আগেকার দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে যা শিক্ষালাভ হয়েছে সেসব ভবিষ্যতে ক্ষমতাগঠন কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ ক্ষমতাগঠনে সাহায্যের জন্য সমাজ-কেন্দ্রিক সংগঠনদের কাজে যুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ সামাাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিকাশ করা ও তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

4. জনসচেতনতা ও শিক্ষার প্রসার হয়েছে

- ☐ যেসব সমাজ বিপন্ন হতে পারে তাদের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বিপদ, বিপদসঙ্কুল অবস্থা, ঝুঁকি ও কিভাবে দুর্ঘটনার প্রভাব কম করা যায় সে বিষয়ে সরল সহজ তথ্য জানানো হয়েছে।
- ☐ কিভাবে সতর্কীকরণ করা হবে, কোন সূত্রগুলি বিশ্বস্ত, আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পাওয়ার পর বিভিন্ন ধরণের বিপদে কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত সে বিষয়ে সমাজ সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- ☐ সমাজ যাতে অবিলম্বে সক্রিয় প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে সেজন্য তাদের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি সংক্রান্ত সহজ বিপদসঙ্কেত চেনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ☐ প্রাথমিক স্কুল থেরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, পাঠ্যক্রমে অবিরাম জনসচেতনতা ও শিক্ষাদান করার কর্মসূচি গড়ে তোলা হয়েছে।
- ☐ জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জনপ্রচার মাধ্যম ও লোকসংস্কৃতি বা বিকল্প মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে।
- ☐ প্রতিটি শ্রেনীর শ্রোতা (যথা ছোট ছেলেমেয়ে, সঙ্কটকালীন ম্যানেজার, প্রচার মাধ্যম)-এর বিশেষ প্রয়োজনমত জনসচেতনতা ও শিক্ষার অভিযান প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ☐ বছরে অন্তত একবার জনসচেতনতার কর্মসূচি ও কর্মকৌশল মূল্যায়ন করা হয় ও প্রয়োজনমত হালনাগাদ করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ঃ পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানগত বন্দোবস্ত

উদ্দেশ্য ঃ *এমন এক ও প্রতিষ্ঠানগত বিধানিক ও পলিশির পরিকাঠামো বিকাশ করা যা কার্যকর আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার প্রয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক হবে।*

প্রধান কর্মকর্তা

রাজনৈতিক নেতা, পলিসি প্রস্তুতকারক (যেমন পরিবেশ, বিকাশ ও পরিকল্পনা বিভাগ); আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় বিপদ সামলানোর সংস্থা; আবহাওয়া ও জলানুসন্ধান সংগঠন; গবেষক ও শিক্ষাবিদ্, বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক ও UN সংস্থা যথা UNDP, UNEP, FAO, UNESCO, UN/ISDR, WMO, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও আঞ্চলিক বিকাশ ব্যাঙ্ক, IFRC।

যাচাইতালিকা

1. দীর্ঘকালীন রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় প্রাধান্যের বিষয় হিসাবে আগাম সতর্কীকরণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে

- ☐ প্রয়োগসাধ্য পদ্ধতি, যেমন আগেকার দুর্ঘটনার সাশ্রয়কর বিশ্লেষণ দ্বারা, বরিষ্ঠ সরকারি ও রাজনৈতিক নেতাদের আাগাম সতর্কীকরণের আর্থিক সুবিধার কথা জানানো হয়েছে।
- ☐ বরিষ্ঠ সরকারি ও রাজনৈতিক নেতাদের সফল আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উদাহরণ ও কেস অধ্যয়নের বিষয়ে জানানো হয়েছে।
- ☐ আগাম সতর্কীকরণের অধিবক্তা হিসাবে, ও এর সুবিধাগুলির বিষয়ে জানানোর জন্য, আগাম সতর্কীকরণের আদর্শ বা "চ্যাম্পিয়ন" দের নিযুক্ত করা হবে।
- ☐ যেসব প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় আগাম সতর্কীকরণ প্রয়োজন সেসব চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বহুবিধ বিপদের কাঠামোয় কাজ করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।
- ☐ রাষ্ট্রীয় অর্থপরিকল্পনায় আগাম সতর্কীকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

2. আগাম সতর্কীকরণের সমর্থনে আইনী ও পলিশির পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে

- ☐ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করার প্রতিষ্ঠানগত ও আইনী ভিত্তির জন্য রাষ্ট্রীয় আইন অথবা পলিশি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ☐ আগাম সতর্কীকরণে যুক্ত সব সংগঠনের (সরকারি, বেসরকারি) জন্য স্পষ্ট কাজের দায়িত্ব ও ভূমিকার বর্ণনা করা হয়েছে।
- ☐ একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে আগাম সতর্কীকরণে সমণ্বয়স্থাপনের সবসমেত দায়িত্ব ও আধিকারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- ☐ আইন দ্বারা একজন রাজনৈতিকনেতা বা বরিষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাকে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ☐ বিপদ সামলানোর ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ও সামাজিক অংশগ্রহণে উৎসাহবর্ধনের জন্য পলিসি তৈরী করা হয়েছে।
- ☐ রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক স্তরের বৃহত্তর প্রশাসনিক ও সংস্থান সংক্রান্ত ক্ষমতায় আগাম সতর্কীকরণে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ☐ যেখানে সম্ভব আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা একীকরণের জন্য আঞ্চলিক স্তরে ও সীমান্তের উভয় প্রান্তের মধ্যে সম্মতিসূচক চুক্তি করা হয়েছে।
- ☐ আগাম সতর্কীকরণে যুক্ত সবকটি সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও অংশীদারি প্রতিষ্ঠানভুক্ত ও সমণ্বিত করা হয়েছে।
- ☐ কর্মপদ্ধতি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।
- ☐ বিপর্যয় হ্রাস করা ও বিকাশের পলিশিতে আগাম সতর্কীকরণ অঙ্গীভূত করা হয়েছে।
- ☐ পলিশি ও আইন প্রণয়নের সমর্থনে পর্যবেক্ষণ ও বলপূর্বক প্রয়োগের বিধিব্যবস্থা করা হয়েছে।

3. প্রতিষ্ঠানগত ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা ও বাড়ানো হয়েছে

- ☐ এই কাজে জড়িত সব সংগঠন ও সংস্থাগুলির ক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ক্ষমতা গঠনের পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিকাশ ও সংস্থান করা হয়েছে।
- ☐ ক্ষমতাগঠনে বেসরকারি ক্ষেত্রদের যোগদান করতে উৎসাহবর্ধন করা হয়েছে।

4. অর্থসংস্থানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে

- ☐ আগাম সতর্কীকরণ ও বিপদের প্রস্তুতির জন্য সরকারি অর্থসংস্থান ব্যবস্থার বিকাশ ও স্থাপন করা হয়েছে।
- ☐ আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক স্তরে অর্থসংস্থানের সুযোগসুবিধা খুঁজে দেখা হয়েছে।
- ☐ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার বিকাশে সাহায্যের জন্য সরকারি / বেসরকারি অংশীদারি সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

আদ্যাক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দের তালিকা

EWC III	Third International Conference on Early Warning
ইডব্লুসি III	আগাম সতর্কীকরণ বিষয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশন
FAO	Food and Agriculture Organization
এফএও	খাদ্য ও কৃষিসংগঠন
IFRC	International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
আইএফআরসি	রেড ক্রস ও রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ
ITU	International Telecommunication Union
আইটিইউ	আন্তর্জাতিক সংযোগস্থাপন সঙ্ঘ
NGO	Non-Governmental Organization
এনজিও	অ-সরকারি সংস্থা
OCHA	Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the United Nations Secretariat
ওসিএইচএ	ইউনাইটেড নেশন্স সেক্রেটারিয়েটে লোকহিতকর বিষয়ে সমণ্বয়স্থাপনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর
UN	United Nations
ইউএন	সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ
UNDP	United Nations Development Programme
ইউএনডিপি	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিকাশ কর্মসূচি
UNEP	United Nations Environment Programme
ইউএনইপি	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচি
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ইউনেস্কো	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংগঠন
UN/ISDR	United Nations International Strategy for Disaster Reduction
ইউএন/আইএসডিআর	বিপদ হ্রাস করার বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক কর্মকৌশল
UNOSAT	United Nations initiative to provide the humanitarian community with access to satellite imagery and Geographic Information System services
ইউএনওস্যাট	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্বারা লোকহিতকর সম্প্রদায়কে উপগ্রহের ছবিসম্ভার প্রদান করার ও ভৌগোলিক তথ্য সরবরাহ পরিষেবা
UNU-EHS	United Nations University Institute for Environment and Human Security
ইউএনইউ-ইএইচএস	পরিবেশ ও মানবজাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতিপূঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন
PPEW	Platform for Promotion of Early Warning
পিপিইডব্লু	আগাম সতর্কীকরণে উৎসাহবর্ধনের জন্য গঠিত মঞ্চ
WMO	World Meteorological Organization
ডব্লুএমও	বিশ্ব আবহাওয়া সংগঠন

যোগাযোগের তথ্য

UN/ISDR Platform for the Promotion of Early Warning (PPEW)
ইউএন / আইএসডিআর প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য প্রোমোশন অফ আর্লি ওয়ার্নিং (পিপিইডব্লু)
Hermann-Ehlers-Strasse 10
D - 53113 Bonn
Germany
isdr-ppew@un.org
www.unisdr-earlywarning.org

UN Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR)
ইউএন ইন্টার-এজেন্সি সেক্রেটারিয়েট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিসাস্টার রিডাকশন (ইউএন / আইএসডিআর)
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10
Switzerland
isdr@un.org
www.unisdr.org

এই দলিল, জার্মানির বন শহরে 27 থেকে 29 মার্চ 2006 পর্যন্ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় জার্মান সরকার দ্বারা আয়োজিত আগাম সতর্কীকরণ বিষয়ে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন (থার্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন আর্লি ওয়ার্নিং (EWC III)) - এর পরিণাম।